প্রথম আলো
তারিখ
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩
NOV. 29 2002

বরিশাল বিভাগের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

১২০০ শিক্ষকের পদ শূন্য পাঠদান মারাত্মক ব্যাহত

বরিশাল অফিস

শিক্ষক সংকটের কারণে বরিশাল বিভাগের ১ হাজারেরও বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশালের উপ-পরিচালকের দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এ বিভাগের ছয় জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩ হাজার ৩০৯টি। এসব স্কুলের মধ্যে ২৬৪টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া মোট স্কুলের মধ্যে ৯২৩টি সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে।

পাশাপাশি সরকারি নীতিমালার আওতায় অবসর গ্রহণ বা মৃত্যুর কারণে একের পর এক শূন্য পদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনমতো ওই সব পদে নতুন নিয়োগ না দেওয়ায় তা শূন্যই থেকে যায়।

সূত্রমতে, ছয় জেলার মধ্যে বরিশাল জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫৪টি, প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ ৭৪টি এবং সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ২৮০টি; পটুয়াখালীতে স্কুল ৫৮২টি, শূন্য পদ প্রধান শিক্ষকের ৫৩ এবং সহকারী শিক্ষকের ১৮০টি; পিরোজপুর স্কুল ৬০৬টি, শূন্য পদ প্রধান শিক্ষকের ৪৪টি ও সহকারী শিক্ষকের ১৫৩টি; ভোলায় স্কুল ৪২৪টি, শূন্য পদ প্রধান শিক্ষকের ৩৬টি ও সহকারী শিক্ষকের ১১৬টি; ঝালকাঠিতে স্কুল ৩৬৪টি শূন্য পদ প্রধান শিক্ষকের ৩৩টি ও সহকারী শিক্ষকের ১১৪টি এবং বরগুনার স্কুল সংখ্যা ৩৭৯, প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ ২৪ ও সহকারী শিক্ষকের ৮০টি।

অন্যান্য সূত্র জানায়, এই শূন্যতার কারণে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে লেখাপড়া মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। কোনো কোনো স্কুলে মাত্র দুই-তিনজন শিক্ষক থাকায় তাদের পক্ষে সবগুলো ক্লাস পরিচালনা সম্ভব হয় না। এতে অনেক স্কুলে কোনো কোনো বিষয়ের ক্লাস একরকম বন্ধই রাখতে হয়।

যেসব স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য, সেখাতে পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুল পরিচালনার অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়েছে।

শিক্ষক সংকটের ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশালের উপ-পরিচালক মোঃ শহীদুল্লাহ প্রথম আলোকে জানান, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কেবল শূন্য পদের তালিকা প্রেরণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ আন্তঃবদলির মাধ্যমে কোনো কোনো শূন্য পদ পূরণের জন্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব পাঠানো ছাড়া স্থানীয়ভাবে আর কিছু করার বিধান নেই। তবে সরকারের চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় সারা দেশের মতো এসব শূন্য পদ পূরণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আসলে বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন না করা পর্যন্ত 'দীর্ঘমেয়াদি শূন্যতা' পূরণের কোনো পথ নেই। সারা দেশের নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া একযোগে সম্পন্ন করাই দীর্ঘসূত্রতার প্রধান কারণ।